রামনগর মেলায় পোস্টার বিতর্ক, মেলা বন্ধের আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মহাসমারোহে শুরু হয়েছে হুগলির তারকেশ্বরের রামনগর মেলা। ৬দিন ব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করেছিলেন তারকেশ্বর বিধায়ক রচপাল সিং। ছিলেন পৌরপ্রধান স্বপন সামন্ত, উপপৌরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু। কিন্তু সোমবার সকালে এই মেলাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। এদিন মেলার সভাপতি, আহ্বায়ক, এলাকার প্রধান বাপি রায়ের পোস্টারে, ফেস্টুনে নাম থাকা অংশ কে বা কারা কেটে নেয়। বিগত দিনে দেখা গেছে সিপিএম পরিচালিত এই মেলার জৌলুস। জেলা ও রাজ্যের বড় বড় নেতাদের তত্ত্বাবধানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। পরবর্তী কালে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলে ২০০৯ সালে মেলা বন্ধ হয়ে যায়। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত বছর পঞ্চায়েত প্রধান বাপি রায়ের উদ্যোগে আবার এই মেলা শুরু হয়। কিন্তু এই পোস্টার বিতর্ককে কেন্দ্র করে আবারও অনেকে মেলা বন্ধের আশঙ্কা করছেন। তবে প্রধান বাপি রায় বলেন, মহাসমারোহে মেলার সূচনা হয়। রাতে বাড়ি যাওয়ার সময় কোনও সমস্যা হয়নি। সকালে এলাকার মানুষের ওই কাটা পোস্টার চোখে পড়ে। মেলা প্রাঙ্গণে লাগানো প্রায় ৪০টির মতো পোস্টারে আমার নামের জায়গাটি কোনও ধারালো জিনিস দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে।

যেহেতু ওই পোস্টারেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, মন্ত্রী অসীম পাত্রের ছবি আছে, তাই সেই পোস্টারে দলের কোনও কর্মী হাত দিতে পারেন না। এই কাজ এলাকার কোনও দুষ্কৃতী করেছে। আমি তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।

ত্রিকোণ প্রেম, পরস্ত্রীকে গুলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগলি ঃ ত্রিকোণ প্রেমের জেরে এক দুষ্কৃতী আর এক দুষ্কৃতীর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়াকে কেন্দ্র করে রবিবার সন্ধ্যায় হুগলির কানাইপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ওই দুষ্কৃতী মহিলার মাথা বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে ফাটিয়ে দেয়। বর্তমানে ওই মহিলা উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রবিবার সন্ধ্যায় উত্তরপাড়া থানার কানাইপুর বারুজীবী এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সুশান্ত মিত্র ওরফে শশা নামে এক দুষ্কৃতীর স্ত্রীর উপর নজর পড়েছিল বিকাশ নামে আর এক দুষ্কৃতীর। কিন্তু সুশান্তর স্ত্রীর সাথে বিকাশ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিল। সুশান্তর স্ত্রী বিকাশকে প্রত্যাখান করায় কিন্তু হয়ে সে মহিলার মাথায় বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে ফাটিয়ে দেয়। তবে গুলি ছোঁড়ার কথা পুলিশ অস্বীকার করেছে। উত্তরপাড়া থানায় বিকাশের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও দায়ের হয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক।

ত্রিবেণীতে বিদ্যালয়ে বই কেনা নিয়ে অসন্তোষ, অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ত্রিবেণী ঃ আই সি এস সি অনুমোদিত প্রকাশনা সংস্থার বই না দেওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ত্রিবেণীর টিস্যু বিদ্যাপীঠে। অভিভাবকদের বক্তব্য, বিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার বই কিনতে বলছে। পাশাপাশি অভিভাবকরা বলেন, আইসিএসি অনুমোদিত যে কোনও প্রকাশনা সংস্থার বই কিনতে তাঁরা রাজি কিন্তু ঘোষিত সংস্থার মতো সাধারণ প্রকাশনা সংস্থার বই কিনতে তাঁরা নারাজ। অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়াই সেই প্রকাশনা সংস্থার বই বিদ্যালয় পড়ানো শুরু করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগে সোমবার বিদ্যালয়ের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় মগরা থানার পুলিশ। অভিভাবকরা বলেন, শুধুমাত্র ব্যবসার জন্য এতগুলো ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে

বিদ্যাসাগর মেলায় সম্মানিত কবি সাধন বারিক

অসীম মালিক, বীরসিংহ ঃ প্রচারবিমুখ, ছন্নছাড়া মাটির মানুষ, বাউল কবি, ছড়াকার সাধন বারিককে রবিবার বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করল পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ বিদ্যাসাগর মেলা কমিটি। ৫০জন কবির আলোকময় উপস্থিতিতে এক উজ্জ্বল কবিসভায় কবির হাতে এই বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম বীরসিংহ। সুদীর্ঘ বছর ধরেই এই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বিদ্যাসাগর মেলা। এবছরও মেলার মূল মঞ্চে কবিসভার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কবিরা কবিতাপাঠে অংশ নেন। আরামবাগ থেকে কবির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কবি তপন মুখোপাধ্যায়, সুনীল চক্রবর্তী, শিশির কার্ষা, রতন মান্না, সন্দীপ মান্না, দিলীপ বাগ এবং তরুণ কবি অর্ক বারিক। বিদ্যাসাগর মেলা কমিটির অন্যতম মুখ কবি পুলক রায় সাধন বারিকের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বলেন, কবি সাধন বারিক এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কবি ও ছড়াকার। আমরা কবির হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দিয়ে গর্বিত। সাধন বারিকের বালবন্ধু বীরসিংহ নিবাসী অরুণ মুখার্জী বলেন, একসময় সাধনের সঙ্গে কলকাতা দাপিয়ে বেড়িয়েছি। সাধনকে বলেছিলাম তুই আমার কলকাতার ফ্ল্যাটে গিয়ে থাক। সাধন শোনেনি। গুনলে ও আজ হয়ত আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেত। কবি সাধন বারিক বলেন, এই বেশ ভালো আছি, মাটির কাছাকাছি। কবির এক চিলতে টালির ঘরে এক সময় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মৃদুল দাশগুপ্ত, অরুণকুমার চক্রবর্তী ও আরও অনেকের পায়ের ধুলো পড়েছে। এছাড়াও ওইদিন কবি তপন মুখোপাধ্যায়কেও সম্মানিত করা হয়। পরিশেষে গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করি।

বিদ্যাসাগরের আদর্শে দীক্ষিত সাধন বারিকের কথায় 'লক্ষ তারাও নিভু নিভু/সাতটি তারার সৌরভে / সাতটি তারাও ম্লান হয়ে যায় / একটি তারার গৌরবে।' তিনি বাংলাকে ভালোবাসেন, আরামবাগকে ভালোবাসেন, কবির কবিতা তর্জমা করে বলি, 'দাদু বললেন, দাঁড়াও বাপু/ স্বপ্ন দেখি আগে/ আমার কিন্তু ভালোই লাগে/ থাকতে আরামবাগে।'

'আরামবাগ শ্রী' রণজিৎ কর্মকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রাজা রামমোহন রায় ব্যায়াগারের ব্যবস্থাপনায় হুগলির আরামবাগে অনুষ্ঠিত হল ৫২তম হুগলি জেলা শারীরশিক্ষা সংস্থতি দেহ সৌষ্ঠব ও যোগাসন প্রতিযোগিতা। মশাল জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পরিক্রমা করা হয় আরামবাগ শহর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, রাজা রামমোহন রায় ব্যায়ামাগারের সম্পাদক সম্পাদক শৈলেন, সভাপতি চন্ডীচরণ চক্রবর্তী ও অন্যান্য সদস্যরা। বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাদাস চ্যাটার্জী। এই প্রতিযোগিতায় যোগকুমার নির্বাচিত হয় সাহিত্য প্রতিহার এবং যোগকুমারী নির্বাচিত হয় যোগমায়া চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল 'আরামবাগ শ্রী' বিভাগ। এই বিভাগের ফাইনালে তিনজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন রণজিৎ কর্মকার, ভাস্কর বাগ ও অমিত ঘোড়ুই। চ্যাম্পিয়ান হন রাজা রামমোহন ব্যায়ামাগারের রণজিৎ কর্মকার। চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর রণজিৎ বলেন, আমি দিন মজুরের কাজ করেও শরীর চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। শরীরই সম্পদ। যদি কেউ আমাদের মতো গরিব ছেলেদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন তাহলে আগামী দিনে আমরা আরামবাগের নাম আরও উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতে পারতাম। কারণ এই শরীর চর্চার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। যা আমাদের মতো পরিবারের ছেলেদের পক্ষে যোগান দেওয়া কঠিন ব্যাপার।

চুঁচুড়ায় দু-দিনের ক্যারাটে ট্রেনিং ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ শুধুই ক্রিকেট কিম্বা ফুটবল নয়। বর্তমান সমাজে সেলফ ডিফেন্সের অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই কথা মাথায় রেখেই হুগলির চুঁচুড়া ২নং কাপাসডাঙ্গা সংহতির ক্রীড়া সংস্থা রাজ্য ক্যারাটে ট্রেনিং ক্যাম্প এবং চ্যাম্পিয়ানশিপের আয়োজন করল। ক্লাব সংলগ্ন কাপাসডাঙ্গা সতীন সেন বিদ্যাপীঠ ময়দানে এই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন ব্যাপী এই কর্মসূচী শুরু হয় শনিবার। সারা রাজ্য থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিন সকলকে নিয়ে ক্যাম্প করা হয়। যেখানে রাজ্যের প্রখ্যাত ক্যারাটে প্রশিক্ষক প্রতিযোগীদের প্রশিক্ষণ দেন। শীতের রোদ গায়ে মেখে সতীন সেন বিদ্যাপীঠের মতো এত বড় মাঠে এই প্রতিযোগিতা হয়। রাজ্য স্তরের এই প্রতিযোগিতা নিয়ে প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। বিজয়ী প্রতিযোগীদের এদিন পুরস্কৃত করা হয়। থার্ড ডিসকাস স্টেট ক্যারাটে ট্রেনিং ক্যাম্প এবং চ্যাম্পিয়ানশিপ এত বড় মাঠে আয়োজন করতে পেরে প্রখ্যাত ক্যারাটে প্রশিক্ষক রাজেন্দ্র হেলা সংহতি ক্রীড়া সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি। অন্যদিকে এ বিষয়ে সমিতির ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সঞ্জয় দত্ত বলেন, ক্রিকেট ফুটবলের বাইরেও আমরা নতুন কিছু করতে চেয়েছিলাম তাই তখন ক্যারাটে এ্যাসোসিয়েশন ইস্টবেঙ্গলের ডাক পেয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

দিশমপার্টির বনধ, ব্যাহত রেল চলাচল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কামারকুণ্ডু ঃ ঝাড়খণ্ড জমি অধিগ্রহণ বিল, ধর্মান্তকরণ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির ডাকা ১২ ঘন্টা ভারত বন্ধের প্রভাব পড়ল হুগলি জেলাতেও। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের ঝাপানডাঙ্গা স্টেশনে রেল অবরোধ করেন দিশমপার্টির সমর্থকরা। রেল লাইনে নেমে কিছুক্ষণ অবরোধ করার পর কামারকুণ্ডু জি আর পি অবরোধকারীদের সরিয়ে দিলে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

গৃহবধূর মৃত্যু, বাড়ি ভাঙচুর করল প্রতিবেশিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ হুগলির কোন্নগর এল পুকুরে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার হল। গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। মৃতা ওই গৃহবধূর নাম অনিতা ঝা। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারেই ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রতিবেশীরা জানান। এই ঘটনার পরেই অভিযুক্ত স্বামী প্রেম ঝা পলাতক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় টোটোয় করে স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যায় স্বামী। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে স্বামী জানায় স্ত্রী অসুস্থ। তাঁকে ভর্তি করে উত্তরপাড়া হাসপাতালে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তখন উত্তরপাড়ার হাসপাতাল থেকে এস এস কে এম-এ পাঠানো হলে রবিবার সকালে মৃত্যু হয় ওই বধূর। এদিকে অনিতাদেবীর মৃত্যুর খবর জানতে পেরে প্রতিবেশিরা ভাঙচুর চালান প্রেমে ঝার বাড়িতে। পুলিশ গেলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা। জানা গেছে, ৯ বছর আগে প্রেমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অনিতাদেবীর। এল পুকুরের ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তাঁরা। তাঁদের দুই সন্তানও রয়েছে। জানা গেছে, অনিতার বাপের বাড়ি বিহারে।

চন্দননগরে পিকনিকের বাস দুর্ঘটনায়, আহত ১০

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ পিকনিক করে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়ল একটি বাস। এই ঘটনায় ১০জন আহত হয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাঁদের বৈচিগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বৈচিগ্রামে জিটি রোডে নির্মীয়মান কালভার্টে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে বাসটি। ওই বাসে ৪৫জন যাত্রী ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়ি বর্ধমানে। শীতের রবিবার ছুটি কাটাতে চন্দননগর নিউ দিঘাতে তাঁরা পিকনিক করতে এসেছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে বাসটি একটি কালভার্টে ধাক্কা মারে। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই পঞ্চায়েত দখল করতে চায় গোঘাট ২নং নির্মল ব্লক

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকের আয়তন ১৯০.৬২ বর্গকিমি। এই এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে ৯টি, মৌজা ১১২টি, গ্রাম ১৭১টি, গ্রাম সংসদ ৮৫টি, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ৮৫টি। ২০১১ সালে বাম জমানার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাজ্যে সরকার গঠন করে তৃণমূল। তখনও পঞ্চায়েতগুলি ছিল বামেদের দখলে। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোঘাট থানার প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। পঞ্চায়েত গঠনের পর থেকেই গোঘাট ২নং ব্লকের সব পঞ্চায়েতে কমবেশি কাজের একটা গতি ছিল যা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। যার ফল হিসাবে ২০১৬ সালে গোঘাট ২নং ব্লক নির্মল ব্লক হিসাবে ঘোষিত হয়। সাথে সাথে বাড়তে থেকে ১০০ দিনের কাজের গতি। গোঘাট ২নং ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েতে তৈরি হয় বহু ঢালাই রাস্তা। এককথায় বলা যায় গ্রামগুলিতে একটা উন্নয়নের জোয়ার শুরু হয়। নির্মল গোঘাট বলতে শুধুমাত্র বাড়িতে বাড়িতে শৌচাগার নয়, সেই সঙ্গে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও একাধিক শৌচাগার তৈরি করা হয়। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে প্রতিটি পঞ্চায়েতে কাজের গতি বেড়েছে। যে পঞ্চায়েত সদস্যদের দেখা পাওয়া যেত না তারাই এখন মানুষের পাশে পৌঁছে যাচ্ছেন। পশ্চিম পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান যজদুল হক জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত ঢালাই রাস্তার কাজ আমরা ইতিমধ্যেই শেষ করেছি। কাঁচা রাস্তার ৬০ শতাংশ মোরাম বোল্ডার করেছি। ১০০ দিনের কাজ খুবই দ্রুততার সঙ্গে চলছে। হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানিক রায় জানালেন, আমাদের পঞ্চায়েতের বেশ কিছু ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করেছি। কিছু রাস্তা মোরাম বোল্ডার করেছি। নিয়মিতভাবে আমরা মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি। বদনগঞ্জ-ফুলুই ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী কাইতি জানালেন, আমরা সবসময় মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি। বহু কাঁচা রাস্তাকে ঢালাই এবং মোরাম বোল্ডার করেছি। ১০০ দিনের কাজের লক্ষ্যমাত্রা সবসময় পূরণ করার চেষ্টা করেছি। বদনগঞ্জ ফুলুই ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আনন্দ বেজ জানালেন, আমরা সারা বছর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চলি। সব কাজ সময়ে শেষ করার চেষ্টা করি। কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুস্মিতা সাঁতরা জানালেন, আমি মাত্র এক বছর আগে প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছি। এরই মধ্যে আমি চেষ্টা করছি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সবকাজ শেষ করতে। বেঙ্গাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুস্মিতা মণ্ডল জানালেন, বেঙ্গাই গ্রাম পঞ্চায়েত ২০১৩ সাল থেকে মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। ১০০ দিনের কাজেও সবসময় সঠিক লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুচীদ কারক জানালেন, কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এমন একটি জায়গাতে, যেখানে আমাদের সবসময় চোখকান খোলা রেখে কাজ করতে হয়। নির্দিষ্ট পরিকাঠামো নিয়ে হাঁটতে হয়। আমরা পঞ্চায়েত এলাকাতে বহু ঢালাই রাস্তা তৈরি করেছি। কাঁচা রাস্তা বর্তমানে কামারপুকুর পঞ্চায়েত এলাকাতে খুবই কম রয়েছে। যে সমস্ত বাড়িতে শৌচাগার ছিল না সেখানে আমরা শৌচাগার তৈরি করেছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও শৌচাগার তৈরির ব্যবস্থা করেছি। ১০০ দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আবর্জনা মুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা শিবির করেছি। প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় নিয়মিতভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত কামারপুকুর গ্রামের রাস্তায় আলো দিয়েছি। মান্দারণ পঞ্চায়েতের প্রধান তারক রায় জানালেন, আমি খুব কম দিন প্রধানের দায়িত্বে রয়েছি। তবে পঞ্চায়েতে তৃণমূল ২০১৩ সাল থেকে রয়েছে। আমরা মান্দারণ অঞ্চলকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছি। শ্যামবাজার পঞ্চায়েত প্রধান শম্পা বিশ্বাস জানালেন, আমরা বিগত চার বছরে গ্রামে উন্নয়নের জন্য বহু কাজ করেছি। ১০০ দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়েছে। যেখানে বিদ্যুৎ ছিল না, সেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছি। গোঘাট ২নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তপন মণ্ডল জানালেন, বিগত চার বছরে গোঘাট ২নং ব্লকে বহু উন্নয়ন হয়েছে। কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতাল ৩০ থেকে ৬০ বেডে পরিণত হতে চলেছে। সারা কামারপুকুর জুড়ে স্ট্রিট লাইট লাগানো হয়েছে, তিনটি নতুন ব্রিজ তৈরি হয়েছে। তিনকোটি টাকা ব্যয়ে পান্থনিবাস তৈরি হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য তিনকোটি টাকা খরচ করে কর্মতীর্থ তৈরি হচ্ছে। ওছাড়াও হচ্ছে ইলেকট্রিক চুল্লি। ৫-৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অত্যাধুনিক বাস টার্মিনাস তৈরির অনুমোদন মিলেছে। যা তৈরি হবে কামারপুকুর বাইপাশে। সেখানে একসাথে ৪০টি বাস ও ৪০টি ট্রাক থাকতে পারবে। সঙ্গে থাকবে বিশ্রামাগার ও শৌচাগার। কামারপুকুর চটীতে তৈরি হতে চলেছে কামারপুকুর গেট। প্রত্যেকটি শ্মশানের শেড তৈরি হচ্ছে। কবরস্থানগুলিতে প্রাচীরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহু মানুষকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। 'নিজ ভূমে নিজ গৃহ' প্রকল্পে বহু মানুষকে ঘর দেওয়া হয়েছে। গোঘাট ২নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরিজিৎ দাস জানালেন, গোঘাট ২নং ব্লক ২০১৬ সালে নির্মল ব্লক হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। কারণ গোঘাটের প্রতিটি বাড়িতেই এখন শৌচালয় রয়েছে।

১০০ দিনের প্রকল্পে আমরা লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি। যেখানে এবছর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ লক্ষ ১২ হাজার শ্রম দিবস, সেখানে আমরা ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষ ৩৫ হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি করতে পেরেছি। কোনও সংসদ যদি ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ চায় সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কাজ দিতে

হতাশ জীবনে আশার আলো.....
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্নদোষ ●ধাতুতারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
[redacted] মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, টোকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয় ☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ ☆রোগ থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগ
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা মার্কেটের বিপরীতে প্রতি সোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
আরামবাগ পৌরহাটি মোড় তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনস্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী Ph : 03211-256950 Mob. 9732843677
MRI
3D Multi Slice CT Scan
Digital X-Ray
Colour Doppler
Ultrasonography
Echocardiography 2DM Mode & colour
Holter Monitor
Endoscopy
Colonoscopy
EMG
NCV
EGG
Pathology
FNAC